Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৯ ডিসেম্বর , ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২৮ ডিসেম্বর,২০১৫, সোমবার, ১১ পৌষ,১৪২২

বর্ধমানে আক্রান্ত সি পি আই(এম)-এর জাঠা

সংবর্ধিত জামিনপ্রাপ্ত নেতারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ ডিসেম্বর : শাসকদলের অসহিষ্ণুতা দেখলো দোসর দলদাস পুলিশ। জাঠাতে বেশি বেশি মানুষ অংশ নেওয়ার ঘুম ছুটে যায় তৃণমূলের। তাল খুঁজছিল আক্রমণ করে ঘরে ঢুকিয়ে বিনা প্ররোচনায় গ্রেপ্তার করা হয় নেতা দুলাল নাগ, তরুণ রায়, চণ্ডীচরণ দাস, বুদ্ধদেব মণ্ডলকে। রেহাই পায়নি মহিলা সি পি আই(এম) কর্মী কৃষ্ণা সরকার, অসীমা ধর, শিখা ভদ্র সহ আরও অনেকে।

দেওয়া বিরোধীদের। ব্রিগেডে জমায়েতকে সফল করতে ১৯ ডিসেম্বর কালনা গেটে সি পি আই(এম) কর্মীদের জমায়েতকে কাউন্সিলর সেলিম খানের নেতৃত্বে রক্তাক্ত করা হয়। রক্তাক্ত বর্ধমান শহরের শান্তি। অনুমতি নেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ সভা বানচাল করতে নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে সি পি আই(এম) কর্মীদের আহত করে। বোমাবাজি করে তৃণমূল। ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বেপরোয়া লাঠি চালায় তৃণমূলের লেঠেল বাহিনী সিভিক পুলিশ। হামলায় আহত হয় দীপক সরকার, শেখ নুরউদ্দিন, তাপু চক্রবর্তী, বাবুসোনা, হাসিবুল হাসান, শেখ জিসান, মোহন চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর সাহা প্রমুখ। পরে এদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে এবং ব্রিগেডের সমাবেশকে সফল করতে ২২ ডিসেম্বর কার্জনগেটে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আইনুল হক, তাপস সরকার। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কালিশঙ্কর পাল এবং মহিলা নেত্রী গৌরী ব্যানার্জী। পরে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো জামিনে মুক্ত ১০ জনকে ফুলের মালা দিয়ে বীরের সংবর্ধনা দিয়ে মিছিল করা হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন নেতৃত্ব অরিন্দম কোঙার, আইনুল হক, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, কালিশঙ্কর পাল সহ আরও অনেকে। রাত্রি ৮টায় মিছিলে অংশ নেওয়া মানুষের মনোবল ছিল তুঙ্গে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের চেক হাতিয়ে নিল তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ ডিসেম্বর : বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের চেক হাতিয়ে নিয়ে চরম ক্ষোভের মুখে পড়েছেন প্রধান, উপ-প্রধান এবং কয়েকজন তৃণমূল নেতা। ক্ষুব্ধ কৃষকদের হাতে উপ-প্রধান এবং ডাকসাইটে এক তৃণমূল নেতা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন বলে খবর। ঘটনাটি কালনা-১নং ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেদগাছিতে।

মেদগাছি ত্রিপল্লী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সদস্য হলেন মেদগাছি, মুড়াগাছা, টাকপুকুর, নওপাড়া, ভগবতীতলা প্রভৃতি গ্রামের কৃষকরা। এই গ্রামগুলির ২০৬ জন কৃষকের অভিযোগ তাঁদের ক্ষতিপূরণের চেকগুলি হাতিয়ে নিয়েছেন কাঁকুড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সহ কয়েকজন নেতা। তাদের না জানিয়ে সমস্ত চেক মেদগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি মারফৎ বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কালনা শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে। জমা পড়া চেকগুলোর মূল্য আঠাশ লক্ষ টাকা বলে কৃষকরা জানিয়েছেন। বঞ্চিত কৃষকরা একটি গণস্বাক্ষরিত অভিযোগ পত্র কালনা মহকুমা শাসকের নিকট জমা দিয়েছেন। তার কপি দিয়েছেন বিডিও, কালনা-১, এ.ডি.ও, কালনা-১ এবং বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে। কালনা মহকুমা শাসক সব্যসাচী ঘোষ জানান, ২১ ডিসেম্বরই অভিযোগপত্র পেয়ে কালনা-১নং বিডিওকে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছি।

অন্যদিকে এই ঘটনায় জড়িত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে সারা ভারত কৃষকসভার কাঁকুড়িয়া অঞ্চল কমিটি। তাদের দাবি, ক্ষতিপূরণ পাওয়া কৃষকদের তালিকা জনসমক্ষে ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কৃষকসভার পক্ষ থেকে মেদগাছি বাজার এলাকায় কৃষকদের নিয়ে একটি মিছিলও সংগঠিত হয়েছে এদিন। অভিযোগকারী কৃষকদের মধ্যে বহু তৃণমূলের সক্রিয় কর্মীও আছেন। তাদের মধ্যে কাজের আলি অন্যতম। তিনি জানান, এসব ব্যাপারে দলীয় নেতাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তাই এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ক্ষোভ থেকেই উপ-প্রধান ও তৃণমূল নেতারা আক্রান্ত হয়েছেন।

সি পি আই(এম)-এর সাংগঠনিক প্লেনাম উপলক্ষ্যে

ব্রিগেডে বর্ধমানের লক্ষাধিক মানুষ

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান : ব্রিগেড মুখী বর্ধমান। সকাল থেকেই মানুষের ঢল বর্ধমান স্টেশনে। কোনো মিছিল নেই, পতাকা নেই সেভাবে। সাজ গোঁজ নেই। আটপৌড়ে বসনে। সে কর্ড লাইন লোকাল হোক বা মেইন লাইন লোকাল। স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ রওনা দিয়েছে ব্রিগেডের অভিমুখে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলিও অধিকাংশ বোঝাই। কোনো শ্লোগান নেই—তবে টগবগে মেজাজ—ব্রিগেড।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাংগঠনিক প্লেনাম উপলক্ষ্যে আজ ব্রিগেড সমাবেশ। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গরিমা পশ্চিমবঙ্গেরই যেখানে-এর পূর্বে দুটি প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান শহরে। এখানে সি পি আই(এম) তার মতাদর্শগত অবস্থান স্থির করে। এরপর ঠিক ১০ বছর পর ১৯৭৮ সালে হাওড়ার সালকিয়ায় প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক ৩৭ বছর পর কলকাতায় প্লেনাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্লেনামকে কেন্দ্র করে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছিল সি পি আই(এম)। সর্বস্তরে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত হয়েছে মাসাধিককাল ধরে। মিছিল, মিটিং পথসভা, গ্রুপসভা, পোস্টারিং-এর মাধ্যমে তুফান উঠেছিল বাংলার শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র। শাসকদলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। এমনকি সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ করেও সভা সমাবেশ হয়েছে। বর্ধমানের কালনা গেটে শাসকদলের স্থানীয় কাউন্সিলারের নেতৃত্বে সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ যেমন হয়েছে, তেমনি প্রতিবাদে মিছিল দ্বিগুণ থেকেও দীর্ঘতর হয়েছে। এভাবেই মানুষের সাহসী পদচারণায় ব্রিগেড জনসমুদ্রে উত্তাল হয়েছে। যা উদ্বেলিত করেছে পশ্চিমবাংলা তথা দেশের গণ-সংগ্রামকে। ব্রিগেড ডাক দিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডারাজ থেকে বাংলাকে বাঁচানোর, বিজেপিকে পরাস্ত করে দেশকে বাঁচানোর। এই বাংলা বাঁচানো দেশ গড়ার জন্য বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সি পি আই(এম)-এর প্লেনাম। নিশ্চিত এই প্লেনাম এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর দেশ নির্মাণ উপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দিশা নির্দেশ করবে। তাই বাংলার মানুষ প্রত্যাশা ছাপিয়েই অংশ নিয়েছিলেন ব্রিগেডের সমাবেশে। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে মানুষের ঢল ছিল ব্রিগেডমুখী।

বিদায় নিচ্ছে ২০১৫। আসছে নতুন বছর ২০১৬ ইংরেজি নববর্ষে 'নতুন চিঠি'ও পদার্পণ করছে ৩৯-এ। নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদাতা, কালনা, ২৩ ডিসেম্বর : রক্তদান শিবির রক্তদানের বর্ষপঞ্জি প্রকাশের মধ্য দিয়ে ২৩ ডিসেম্বর স্মরণ করা হয় প্রয়াত কমল মণ্ডলকে। ডি ওয়াই এফ আই-এর কালনা-১নং উত্তর লোকাল কমিটির উদ্যোগে নান্দাই-এ অনুষ্ঠিত শিবিরের উদ্বোধন এবং বর্ষপঞ্জির প্রকাশ করেন সারা ভরত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর। পতাকা উত্তোলন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে স্মরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন যুব নেতা সুভাষ সরকার। মাল্যদান করেন বীরেন ঘোষ, সুশীল সিংহ, সুশীল পাকড়ে (স্থানীয় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা), আলিম শেখ, গৌতম হালদার, হালিম শেখ প্রমুখ। এদিন পাঁচজন যুবতী সহ ৪৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

চলে গেলেন শ্রমিকদের 'মা' কনকপ্রভা ব্যানার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ ডিসেম্বর : শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহিদ সুকুমার ব্যানার্জীর সহধর্মিনী কনকপ্রভা ব্যানার্জী ৯৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২২ ডিসেম্বর ভোরে বার্ধক্যজনিত রোগে নিজ গ্রাম কাঁকসার কুলডিহা গ্রামে নিজ বাসভবনে জীবনবসান হয় তাঁর।

কে এই কনকপ্রভা? যাঁর প্রেরণায় রানিগঞ্জের কাগজকলে শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধর্মঘট চলেছিল। ইংরাজ মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ভাঙা শুয়ে পড়ে গেটে লরি ঢোকা রুখে দিয়েছিলেন শহিদ সুকুমার ব্যানার্জী। ব্রিটিশরা বুকের ওপর লরি চালিয়ে পিষে মেরেছিল তাঁকে। বাকি ইতিহাস জেলার শ্রমিদের জানা। তখন স্ত্রী কনকপ্রভা ব্যানার্জীর বয়স ২০ বছর। নিঃসন্তান কনকপ্রভা এলাকায় শ্রমিকদের 'মা' ছিলেন। শহিদ সুকুমার ব্যানার্জীর রক্তে শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠেছে দুর্বার শ্রমিক আন্দোলন।

মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাড়িতে ছুটে যান সি পি আই(এম) নেতা আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল, রথীন রায়, বীরেশ্বর মণ্ডল, অলোক ভট্টাচার্য সহ নেতৃবৃন্দ।

রানিগঞ্জ থেকে আসেন রুনু দত্ত, আজাদি প্রসাদ, অনুপ মিত্র সহ আরও অনেকে। শোকবার্তা পাঠান কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। কোলকাতা থেকে শোকবার্তা পাঠান সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। শোকস্তব্ধ সমগ্র এলাকা। শোকযাত্রায় ব্যাপক শ্রমিক অংশ নেয়। চোখের জলে এবং ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁদের মা'কে। ভাইপো স্বপন ব্যানার্জী, শান্তি ব্যানার্জী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কালনায় ছাত্র বিক্ষোভ, স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ ডিসেম্বর : শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, শিক্ষা বর্হিভূত সংস্কৃতির আমদানি, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের অধিকারহরণ, প্রহসনের টেট পরীক্ষা, টেটের নামে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীদের হয়রানি প্রভৃতির প্রতিবাদে ২২ ডিসেম্বর অবস্থান বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত করলো ছাত্ররা। এদিন বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভারতের ছাত্র-ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে, হালিম শেখ, আলিম শেখ প্রমুখ। অন্যদিকে পাঁচজনের এক ছাত্র প্রতিনিধিদল কয়েকটি আশু দাবিতে কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করেন। দাবিগুলি হল ছাত্র সংসদ নির্বাচন জানুয়ারি মাসেই করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে পুনরায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। নিয়োগ স্বচ্ছাতা বজায় রাখতে হবে। এর আগে বর্ধমানেও সমাবেশ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি হয়। ডেপুটেশন ও সমাবেশে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়।

নতুন চিঠি

২৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

নারী-শিশু পাচারেও পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম স্থানে

এবার আর এক অপরাধের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করলো। ২৬ ডিসেম্বর টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, সিন্ডিকেটরাজের মাধ্যমে নির্বিচারে অর্থলুণ্ঠন ইত্যাদিতে রেকর্ড গড়ার পর এবার ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে বা অপহরণ করে দাস হিসাবে বিক্রির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ এখন শীর্ষে। কেন্দ্রীয় সরকারের Union ministry of women and child development-এর সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই তথ্য United Nations office on Drug and Crime (UNODC)-এর একটি প্রতিবেদনকেই জোরদার করে, যেখানে বলা হয়েছিল যে, এক বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯,০০০-এরও বেশি মহিলা ও শিশু নিখোজ হয়ে গেছে।

২০১৪ সালে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPC)-এর ৩৭০ ধারা(দাস হিসাবে কোনো ব্যক্তিকে বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করা) অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১০২টি কেস রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। ২০১৫-তে তা এক লাফে ১৭৯-তে পৌঁছোয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে রাজস্থান ও ঝাড়খণ্ড। একইভাবে IPC-র ৩৭০এ (অপহৃত ব্যক্তিকে অপব্যবহার করা) ধারায় এ-রাজ্যে রেজিস্ট্রি করা কেসের সংখ্যা এক বছরেই ৪ থেকে ২৩-এ পৌঁছে গেছে। ৩৭০ ধারায় কেস রেজিস্ট্রি করার ব্যাপারে অবশ্য পুলিশের ভূমিকা তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় নগণ্যতম। আসল সংখ্যা তাই আরও বেশি হবার সম্ভাবনা। গত চার মাসে বেশ কয়েকটি পুনরুদ্ধার অভিযানে দেখা গেছে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের গ্রামীণ এলাকায় নিয়ে গিয়ে বাঙালি মেয়েদের এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে সহবাসে বাধ্য করা হয়েছে। এ বছর গাজিয়াবাদের ধর্ষণ কাণ্ডে দেখা গেছে ধর্ষিতা মেয়েটিকে মগরাহাট থেকে সরাসরি অপহরণ করে আনা হয়েছিল। এ বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের সংখ্যা ১৪,৫০০।

তৃণমূল-শাসিত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হিসাবে এই 'উন্নতি'তে সত্যিই আমরা গর্বিত।

বর্ধমান শহরের ৬ নং ওয়ার্ডের কালনাগেট বাজারে ৭০ বছর পুরনো বটগাছটি কেটে ফেলার অভিযোগ স্থানীয় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগে আপাতত বন্ধ। ঐ এলাকায় সরকারি জায়গায় ২১টি দোকানঘর লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বে-আইনিভাবে বিলি করারও অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে কবে বিশেষ অস্কার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল?
২. বিপ্লবী ভগৎ সিং কবে পুলিশ প্রধান স্যান্দার্সকে গুলিবিদ্ধ করেন? এই অপরাধে কবে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল?
৩. প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড লালবিহারী দে কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
৪. কোথায় কবে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মর্যাদা পেয়েছিল?
৫. শান্তিনিকেতনে কবে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন? কে এই বিষয়ে তত্ত্বধান করেন?
৬. শান্তিনিকেতনে কবে 'বিশ্ব ভারতী' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়? কে করেন?
৭. প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
৮. শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর সব সম্পত্তি ট্রাস্টির হাতে তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হাতে কবে তুলে দেন?
৯. কবে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? কত সালে কার অনুরোধে নাম নেন স্বামী বিবেকানন্দ?
১০. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতা পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়? সম্পাদক কে ছিলেন?
১১. আধুনিক কম্পিউটারের উদ্ভাবক চার্লস ব্যাবেজ কবে জন্মান? কবে মৃত্যু হয়?
১২. ধানবাদের কাছে চাসনালা খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কবে ঘটেছিল? কতজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি ঃ বিবর্ণ আজ মৃত্যু হলাহলে

সলিল ভট্টাচার্য

উত্তরবঙ্গের নিসর্গ-প্রকৃতির এক মোহিনী মায়া আছে। পাহাড়, অরণ্যানী, অনেক পাহাড়ি নদী আর ঝরনা, নানা ধরনের বন্যপ্রাণী আর পাখ-পাখালির আকর্ষণে পর্যটকদের এক প্রিয় অঞ্চল হিসেবে গোটা উত্তরবঙ্গ তো বটেই, বিশেষ করে তরাই আর ডুয়ার্স বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। এর পাশাপাশি দিগন্তবিস্তারী সবুজ মেখলা আর গালিচাতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে চা-বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য। কেবল দক্ষিণবঙ্গ থেকে নয়, সারা পৃথিবী থেকেই অগণিত পর্যটক এই মনোরম পরিবেশে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যকে উপভোগ করেন।

কিন্তু, এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা তাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে না জানলে এই পর্যটন, দর্শন সবই অসম্পূর্ণ থাকে। মানুষের জীবনকথা না থাকলে তিস্তাপারের বৃত্তান্তও খণ্ডিত হয়ে থাকে। চাষ-বাস, জমি-জিরেত, ব্যবসা-বাণিজ্য এসব নিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের ঘর-গেরস্থালি—তবু এই মানুষের একটা বড়ো অংশের জীবন মাঝে মাঝেই বিপন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বড়ো ধরনের শিল্প গড়ে ওঠেনি। শিল্পের উপকরণ, পশ্চাদভূমির অবস্থান এমনই যে অনেক উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলেও বড়ো মাপের শিল্প-কারখানা গড়ার জন্য উদ্যোগও নেই। কেউ কেউ বলেন যে ইংরেজি T এই বর্ণটির আদ্যাক্ষর নিয়ে ৩টি বিষয়ের ওপর এখানকার অর্থনীতি নির্ভরশীল। Tea (চা), Timber (কাঠের ব্যবসা) আর Tourism (পর্যটন)—এই তিনটি নিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি উত্তরবঙ্গের প্রাণবায়ুর জোগান দিচ্ছে। আমরা আপাতত চায়ের বাগানের অবস্থার কথাই আলোচনা করতে চাই। অনেকদিন আগে যশস্বী লেখক মুলক রাজ আনন্দ তাঁর 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' উপনাসে চা-বাগানের সৌন্দর্যের কথা নয়, শোষিত চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা, যন্ত্রণার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। আসামের চা-শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনার কথা 'কুলি-কাহিনি'র মধ্যে পেয়ে থাকি। তবু অত্যাচার শেষ কথা নয়, প্রতিবাদ-প্রতিরোধেরও একটা ইতিহাস আছে। উৎসাহী পাঠক সতেন্দ্র মজুমদারের 'কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে' এই বইটির মধ্যে চা-শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার, তাদের লড়াই এর কথাও জানতে পারবেন।

'চা' শব্দটি চিনা ভাষা থেকে এসেছে (যেমন লুচি, চিনি, লিচু, এগুলিও চিনা ভাষা থেকে বাংলাভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।) চা-পানের উপকারিতা এবং অপকারিতার অনেক বিজ্ঞাপন, নিষেধাজ্ঞা থাকলেও একটি পুরনো বাংলা ফিল্মের নায়কের নিজের গলায় চায়ের মহিমা কীর্তিত হয়েছিল—''চায়ের পেয়ালা যদি সাগর হতো /সাঁতার দিতাম তাতে মনের মতো। /আহা কী যে আরাম, সে তো মনই জানে! /চায়ের গন্ধ মোর আমোদ আনে।'' ইত্যাদি। কিন্তু এখন চা পান করতে গেলে চোখ কেটে যেন জল নেমে আসে। মনে হয় ভুখা সর্বরিক্ত চা-মজদুরদের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মিশে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় পানীয়ে। তখন আর 'এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই' এই জনপ্রিয় গানটিও নিরর্থক বলে মনে হয়।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলি এখন যেন মৃতবৎসা, অধীরা মায়ের যন্ত্রনায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। এ দেশের শিল্পপতিরা বহুজাতিক প্রভুদের নির্দেশেই যেন এই মৃত্যু পরোয়ানা ডেকে এনেছে। আমদানি-রফতানির অতি-সরলীকৃত তত্ত্বের কথা নয়, আমাদের দেশের চা-শিল্প তথা চায়ের বাগানগুলিকে রুগ্ন, মুমূর্ষু করে তোলার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এমন কোনও দিন নেই, যেদিন কোনও না কোনও চা-বাগানে মৃত্যুর হাহাকার শোনা যাবে না। গত সাত মাসে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে প্রায় ২৫০ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। এঁদের মৃত্যু ঘটেছে অনাহার-অর্ধাহার জনিত অপুষ্টিতে, বিনা চিকিৎসায়, সামান্যতম মানবিক স্বাস্থ্যের অভাবের কারণে। যে অবস্থায় বন্ধ হয়ে থাকা চা-বাগানের মানুষগুলিকে বিষাক্ত ফল-কন্দ সেদ্ধ করে, চায়ের ফুল সেঁকে নিয়ে উদর ভরাতে হয়, তাতে মৃত্যুর পরোয়ানা ক্রমশ থাবা গেড়ে বসবেই। শ্রমমন্ত্রী মশাই বলছেন অনাহার বা অপুষ্টি, চিকিৎসার অভাবে কেউ মারা গেছে বলে ভাক্তারি সার্টিফিকেটে উল্লেখ নেই। কোনও সংশ্লিষ্ট এলাকার আধিকারিক মহোদয় বলছেন—অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে লিভার-সিরোসিস হয়ে এরা মারা যাচ্ছে। তাদের পাশে নাকি মা-মাটি-মানুষের সরকার দু'হাতে দান-খয়রাত করেই যাচ্ছে। আবার খাদ্যমন্ত্রী মশাই বিধানসভায় ঘোষণা করছেন যে প্রতিটি চা-বাগানে অঢেল রেশন সরবরাহ, চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অপুষ্টি-অনাহার-বিনা-চিকিৎসায় কারোরই মৃত্যু ঘটেনি।

বীরপাড়া, নাগেশ্বরী, রেডব্যাঙ্ক এ সব চা-বাগানে মৃত্যুর মিছিল ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এছাড়া গত জুন মাস থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার ঢোকলাপাড়া, রায়পুর, সুরেন্দ্রনগর, ধরণীপুর, রেডব্যাঙ্ক বান্দাপানির চা-বাগানগুলিতে অনেক চা-শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল। ডানকান গোষ্ঠীর আয়ত্তে থাকা চা-বাগানগুলিকে নাকি মহামান্য রাজ্য-সরকার অধিগ্রহণ করে শেষ অবধি লবডংকা দেখাচ্ছেন। কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয়া প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর, আর একজন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি এইসব চা-বাগানের বাস্তব-পরিস্থিতির কথা জেনেছেন। এই রাজ্যের জনৈক নাগরিক প্রতিটি মৃত শ্রমিক অথবা চা-বাগানের বাসিন্দার মৃত্যুর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করেছেন। হাইকোর্ট ইতোমধ্যে চা-বাগান নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি এখন বিবর্ণ ও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। অনেক আদিবাসী, উপজাতি জনজাতি অধ্যুষিত এই সব চা বাগানের মানুষের কথা না ভাবলে, তাদের পাশে না দাঁড়ালে নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় কেমন করে বহন করবো? বাম-আমলে জঙ্গলমহলে আমলাশোল নিয়ে অনেক হৈ-চৈ যাঁরা করেছিলেন, সেই সব জনদরদী দেশব্রতীরা আজ কেন নীরব? দুটি পাতা একটি কুঁড়ির কাতর কান্না কি শুনতে পাচ্ছেন না?

কামদুনি, কাকদ্বীপ, কালনা প্রতিরোধের ডাক সর্বত্র

মৃত ছাত্রীর পরিবারের পাশে মহিলা নেত্রীবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ ডিসেম্বর : কাকদ্বীপ কামদুনির পর এবার ছাত্রী গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনা কালনায়। সেই খুন হয়ে যাওয়া যাত্রীর বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সাথে দেখা করলেন মহিলা নেতৃবৃন্দ। মহিলা নেত্রীরা এদিন পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসের পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন। এদিনকার মহিলা দলে ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জলী মণ্ডল, স্থানীয় বাম পঞ্চায়েত সদস্যা শম্পা দাস প্রমুখ।

কালনার বাদলা গ্রামের লাহিড়ী পরিবারের মাধ্যমিকে পড়া মেয়ে স্বস্তিকা লাহেড়ী ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় টিউশুনি পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয়। পরের দিন ছাত্রীটির খণ্ড-বিখণ্ড দেহ উদ্ধার হয় বর্ধমান-হাওড়া মেইল লাইনের বৈঁচি গ্রামে। চুঁচুড়ায় ময়নাতদন্তের পর রেল পুলিশ মৃতদেহ নিকট আত্মীয়দের হাতে তুলে দেয়। ব্যান্ডেল জি আর পি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে ধর্ষণের পর তাকে খুন করে রেল লাইনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সাথে সুমন রায় নামের এক যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু তারপরই রেল পুলিশ নিশ্চুপ হয়ে যায়। মামলার কী অগ্রগতি হলো, দোষীদের বিরুদ্ধে কী ব্যাবস্থা নেওয়া হলো কিছুই জানতে পারছেন না লাহিড়ী পরিবার। ফলে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ লাহিড়ী পরিবার সহ গোটা বাদলা গ্রাম।

লাহিড়ী পরিবার সহ গোটা বাদলা গ্রামের মানুষের একটাই দাবি দোষীরা কঠোর শাস্তি পাক। যাতে অন্য মেয়ের এই পরিণতি করতে কেউ সাহস না পান। মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর এই দাবির সাথে সহমত পোষণ করে বলেন, শাস্তি দিতে গেলে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগুতে হবে। তা নাহলে কাটোয়া গণ-ধর্ষণের অভিযুক্তদের মতো ছাড়া পেয়ে যাবে। কারণ দুষ্কৃতীরা মনে করছে রাজ্যে এখন তাদেরই সরকার চলছে। আইন-আদালত, পুলিশ এখন সব তাদের হাতে। তাই মানুষের সংগঠিত লড়াই-এর মধ্য দিয়েই ন্যায় আদায় করে নিতে হবে। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, যাতে দুষ্কৃতীরা রেহাই না পায়। আমরা আপনাদের পাশে আছি, লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবো।

অন্য সংস্কৃতি

গল্প

বদল-সংসার

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এক

টমাস মানের একটি লেখায় অবস্থান-বিজ্ঞাপিত এক কেন্দ্রীয় মহিলা বলছেন, বুদ্ধিমতী মেয়েরা বোকা পুরুষ পছন্দ করে। তিনি লেখিকা। বিয়ে করেছেন এমন এক পুরুষকে যার ভেতর বনেদ ফোঁপরা করে দিয়েছে তার অশ্বমেধী পণ্য দুনিয়া-বাজার কব্জা করে চলেছে। ভেতর-বুদ্ধি ও দেখন-ধরণ ও চলন দিয়ে মেয়েটি তার অবস্থান বাগিয়েছে। কিন্তু তার উপোষি বুক তার মাথাচলকে ঘোলা করে দিয়েছে। মন-বদ্যিদের কথায় মনবিকলন। সে তাড়সে মেয়েটি রগরগে কেচ্ছায় এমন সব জঞ্জাল পয়দা করে যেখানে সঙ্গচ্যুতির নিরর্থকতা যেন সমাজ সংসারের অস্তিত্বের সারাৎসার। সে কথা যাক। বাচ্চা বেলা থেকে আমি দাদুর হাতে গড়া। দাদুর দেখভালেই আমার পড়াশুনো ধারালো হয়েছে, আবার দাদুর পালনেই আমি শিখেছি রোজগার কথা বিদ্যেবুদ্ধিকে গেরস্থালীর চৌহদ্দির মধ্যেই ঘরোয়া সাত-সতেরোতে খরচ করতে হয়—মানে আত্মখরচার এক সাবেকী পথের আধুনিক সংস্করণ। তা দাদু-আমার খাটিয়ে-বিদ্যান ছিলেন। নামডাকের ওজন ছিল। কাজেই তার খাটিয়ে চোখ আমাতে চালান করেছিলেন দাদু। একদিনের কথা মনে আছে। আমি তখন এম এ পড়ি। মাকে দাদু বলছিল, 'বৌমা, তোমার বেটিকে আমি একবারে অন্যরকম করে গড়ে দিয়েছি। অবশ্য, ওর ভেতর কুলীন গোত্রের মালমশলা আছে বলেই গড়াটা আমার মনের মতো হয়েছে। দেখে নিও, ওর রেজাল্টের জোরে আর বিদ্যার তাগদে হাসতে হাসতে ও কলেজ ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি পাবে। মস্টিরিতেও ওর নাম ডাক বাড়বে বই কমবে না। আবার বিয়ে হলে স্বামী-সন্তানের দেখভালের দরকারে হাসতে হাসতে ও চাকরী ছেড়ে দেবে। ওর মেধার খরতা ওর বুকের দায় পালনের যুগলবন্দীতে ওদের গেরস্থালী এক নতুন পথ দেখাবে।

দুই

আমার মা লেখালেখি করত। বাবা কলেজে পড়াত। দু'জনেই তাদের জগৎ নিয়ে মজে ছিল। মায়ের লেখালেখির সুবাদে নানা লেখুড়ে আমাদের বাড়ি আসত। ভারি ভারি তক্কাতক্কিতে ঘর গরম থাকত। মা লেখালেখির পাঁচ সাত সভায় যেত। মায়ের লেখার যথেষ্ট বাজার চাহিদা ছিল। ঘ্যামা পাঁচটা সরকারি ও বেসরকারি পুরস্কার ও সেই চাহিদাকে বাড়ায় বই কমায় না। বাবা তার পড়াশুনোয় ডুবে থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, সংসার গড়তে, তাকে চালাতে স্বামী-স্ত্রীর যে মেলামেশার আর ধাক্কাধাক্কির এক গেরস্থালী টানটোনের দরকার হয়, তার চাড় বাবা মা কারোর ভেতর আমি পাইনি। ফলে আমাদের ঘর বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। গরমিলকে খাটিয়ে মিলের কোন কাঠামো তৈরি করার দিকে বাবা বা মা কারো কোন চেষ্টা ছিল না। সুপ্তি সেদিন অবলীলায় কলেজ-মাস্টারি ছেড়ে দিল, সেদিন তাই আমি খুশি হয়েছিলাম। নিজেকে বড় হালকা মনে হয়েছিল। যে সংস্থার আমি মাথা সে সংস্থা রোজগার করা বিদ্যেকে দেশের দরকারে কাজে লাগায়। দেশের মানুষজনের টাকা পয়সার চলন বলনের ভেতর দিয়ে দেশের হালহকিকৎ-এর চেহারা গাণিতিক সংখ্যাজরিপে তুলে আনে। খিলুব্যায়ামের খাটুনিতে যেসব জড়ো করা সংখ্যানথি মথলে চলতি গলতিগুলো আবিষ্কার করা আর সেগুলোকে ঠিক করে দেশ কেমন করে তার অবস্থার উন্নতি করতে পারে। তার কিছু সুলুক সন্ধান দেওয়ার ঘোরে আমি ডুবে ছিলাম। সংসার কেমন করে চলছে, ছেলেটা কেমন করে বড় হতে হতে বিদ্যেদড় হয়ে উঠল, কেমন করেই বা বিদেশের ইউনিভার্সিটির মাস্টারি পেল—তার কোনো কিছুই আমার টানা জানার আওতায় ছিল না। সবই খুচরো খুচরো জানা।

তিন

বলতে গেলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। শাশুরি আগেই মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুর এখানে ছিলেন। ছিল আমার বাবা মাও। ছেলের সঙ্গ তো ছিলই। সংসার জমজমাট। আমার বাবা ইউনিভার্সিটির ডাকসাইটে মাস্টার ছিল। আমি আর মা কিন্তু দাদুর কাছে কলকাতায় থাকতাম। মা-ও তার রোজগেরে বিদ্যে দিয়ে উঁচু মাস্টারি পেত। বিদ্যে শিকেয় তুলে দাদু আর আমাকে লালন পালন করত। বাবা একাই থাকত তার কাজের জায়গায়। আমার আবেগঠাসা বাবার মত বিদ্যেভক্ত আমি কম দেখেছি। আমার ছেলের বলতে গেলে তার দুটো দাদুই লেখাপড়ার বনেদ গড়ে দিয়েছেন। শ্বশুর প্রথমে মারা গেলেন। বাবাও আস্তে আস্তে কেমন যেন গুটিয়ে যেতে লাগল। দুই বেয়াই-এ প্রথম প্রথম তর্কের কি ধুম! মনে হত দু'জনের ভেতর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বেধেছে। তারপর কখন যেন আবার গাঁটছড়া পড়ে যেত। শ্বশুরের মরার পর বছর দুই কাটিল না। বাবাও চলে গেল। মা রইল। ছেলে তখন বিদেশে কুলীন পড়া করছে। আমার সংসার ফাঁকা হতে থাকল। শেষে মাও চলে গেল। ছেলে বিদেশেই চাকরি পেল। বিদেশি মেয়েকে বিয়েও করল। আমার সংসারের ভরাডুবি ঘটল। মানুষটা কোনদিন আমার কাছের ছিল না। প্রেমের বিয়ে নিয়মরফার গাঁটছড়া হয়ে গিয়েছিল। পুরোনো বিদ্যেকে ঝালাই করে একটা প্রাইভেট কলেজে মাস্টারির কাজের জন্য দরখাস্ত ঠুকে দিলাম। রেজাল্টের জোরে এই বয়েসেও চাকরিটা পেলাম। ভাবলাম, এ বাড়িতে থেকে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমার নতুন সংসার পাতা পায়ে পায়ে হোঁচট খাবে। গড়া অভ্যেসগুলো আমায় ছাড়বে না। কর্তাকে বললাম। তা আমার ওপর ওরও ঠেক রাখার ওজনদার অভ্যেস ও-ই বা ছাড়বে কেন? কঠিন হতে হল। না, আইনি ছাড় আমাদের হয় নি। কিন্তু আমি আমার এতদিনের আস্তানা ছেড়ে দিয়েছি। আমার এখন অনেক ছেলেমেয়ে। নতুন ঘর তাদের আসা যাওয়ায় গমগম করে। নতুন সংসারে আমি ভালই আছি।

ফিরে দেখা ২০১৫

সংকলন : কাজী আব্দুল করিম

—গত সংখ্যার পর

▸ **১ মে** : প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক অমিতাভ চৌধুরী (৮৭) প্রয়াত হন।

▸ **২ মে** : 'বোকো হারাম' জঙ্গিদের কবল থেকে ২৩৪ জন মহিলাকে উদ্ধার করে নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনী।

▸ **২ মে** : মে দিবসের আগে পরে হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার গঙ্গার ধারে ৬টি জুট মিল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কাজ হারান ৪০ হাজার শ্রমিক।

▸ **৪ মে** : প্রশান্ত মহাসাগরের পাপুয়া নিউগিনিতে ভূমিকম্প হয় (মাত্রা রে. স্কেল ৭.৩)

▸ **৫ মে** : মধ্য আমেরিকার কস্টারিকায় তুরিয়ালরা আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে। ১ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত আগ্নেয় ছাই উগরে দেয়।

▸ **৭ মে** : বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী ড. অমলেন্দু গুহ (৯১) প্রয়াত হন।

▸ **৯ মে** : দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পান অভিনেতা শশীকাপুর। পুরস্কার তার বাড়িতে গিয়ে তুলে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলি।

▸ **১২ মে** : নেপাল ভূমিকম্পে ত্রাণ দিতে গিয়ে মার্কিন নৌসেনার কপ্টার দুর্ঘটনায় পড়লে ৮ জন সেনা সহ সকলেরই মৃত্যু ঘটে।

▸ **১৩ মে** : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন ঘুমিয়ে পড়ার জন্য উত্তর কোরিয়ার মন্ত্রী হুয়ান ইয়ংচোলকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

▸ **১৪ মে** : অভিনেতা রনি চক্রবর্তী সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মারা যান।

▸ **১৫ মে** : ব্লুজ গায়ক ও গিটারবাদক বিবি কিঙ্গ (৮৯) প্রয়াত হন।

▸ **১৬ মে** : নেপালে আবার ভূমিকম্প হয় (রে. স্কেল ৫.৭) এই নিয়ে ১৪১ বার ভূমিকম্প হয়।

▸ **১৮ মে** : শারীরিক অত্যাচারের পর দীর্ঘ ৪২ বছর কোমায় থাকার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অরুণা শানবাগ (৬৬)। ভারতের স্বাস্থ্য ইতিহাসে ইনিই দীর্ঘতম সময় কোমায় ছিলেন।

▸ **২২ মে** : এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাঁকুড়া জেলার সুরজিৎ লোহার ৬৮৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান পায়।

▸ **২৪ মে** : অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী জন ফোর্বেস ন্যাশ (৮৬) এবং তাঁর স্ত্রী অ্যালিসিয়া (৮২) প্রয়াত হন।

▸ **২৯ মে** : এবার উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম হন বিশ্বশিব বসু মল্লিক। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র প্রাপ্ত নম্বর ৫০০-র মধ্যে ৪৯৬। এই বিদ্যালয় ছাত্র দ্বিতীয় মণিরুল মণ্ডল (৪৯১) এবং তৃতীয় মৃন্ময় রায় (৪৮৯)

▸ **৩০ মে** : জাপান উপকূলের কাছে গভীর সমুদ্রে ভূমিকম্প হয় (রে. স্কেল ৭.৮)।

▸ **৩১ মে** : মুখ দেখলেই চিনতে পারবে এমন এ টি এম চালু হয় চীন দেশে।

▸ **১ জুন** : পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের পরিষদীয় সচিব আইনকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট তা বাতিল করে দেয়।

▸ **২ জুন** : প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়া রায় (৯৮) প্রয়াত হন।

▸ **৩ জুন** : কেন্দ্রীয় সরকার নিঁখোজ শিশুদের খোঁজ পেতে 'খোয়া-পায়া' নামে নতুন পোর্টাল চালু করে।

▸ **৪ জুন** : রামপুরহাট থেকে দুমকা ব্রডগেজ রেল লাইনে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের সূচনা হয়।

▸ **৪ জুন** : মণিপুরের চান্দেল জেলায় টাহলদারি সেনাদের ওপর জঙ্গি হানায় ২০ জন জওয়ান নিহত এবং ১৬ জন আহত হন। ৯ জুন পাল্টা জবাব দিয়ে ১০ জন জঙ্গিকে হত্যা করে সেনাবাহিনী।

▸ **৫ জুন** : ভারত সরকার নেসলে সংস্থার ম্যাগিকে দেশ জুড়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

▸ **৬ জুন** : ভারত-বাংলাদেশের ১৬২টি ছিট মহলের বাসিন্দাদের নাগরিকত্বের অধিকার নিশ্চিত হয়। স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মধ্যে হস্তান্তর চুক্তি।

▸ **১২ জুন** : পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ের বিখ্যাত রকগার্ডেনের স্থপতি নেকচাঁদ প্রয়াত হন।

▸ **১৪ জুন** : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শীলা কল (১০১) প্রয়াত হন।

▸ **১৮ জুন** : শিক্ষক তথা গণআন্দোলনের নেতা অরুণ চৌধুরী (৯০) প্রয়াত হন।

▸ **১৯ জুন** : বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক বিমান তৈরি করে নজরি সৃষ্টি করে চীন।

▸ **২১ জুন** : ২০০৫ সালের আগে ছাপা ৫০০ এবং ১০০০ টাকার সব নোট ৩০ জুনের মধ্যে বাতিল করার নির্দেশ দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

▸ **২১ জুন** : এবার থেকে ব্যালট, পোস্টাল ব্যালট ও ই ভি এম এ প্রার্থীর ছবি রাখার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন।

▸ **২২ জুন** : ব্রিটেন তথা পৃথিবীর স্থূল তম মানুষ ৩৩ বছরের কার্ল থম্পসন (ওজন ৪১৩ কিগ্রা) প্রয়াত হন। ক্রেনের সাহায্যে দেহ ফ্লাটের বাইরে আনা হয়।

▸ **২৮ জুন** : আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের জন্য ১৮০০ কেজি খাদ্য রসদ নিয়ে যাওয়ার পথে নাসার স্পেসেক্স ক্যালকন-৯ যান ভেঙে পড়ে যায়।

▸ **২৯ জুন** : কেন্দ্রীয় সমস্ত বাহিনীতে যোগ ব্যায়াম বাধ্যতামূতলক করে কেন্দ্রীয় সরকার।

▸ **৩০ জুন** : ইন্দোনেশিয়ার মেডানের সুযাত্রা শহরে সেনাবাহিনীর বিমান ভেঙে পড়লে ১১৩ জনের মৃত্যু ঘটে।

▸ **১ জুলাই** : এস এম এস প্রযুক্তির জনক মাত্তি ম্যাকোলেন (৬৩) প্রয়াত হন। টানা ৮০৩ দিন মহাকাশে কাটিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন রুশ মহাকাশচারী গেন্নাদি পাডালকা (৫৭ বছর বয়স)।

▸ **২ জুলাই** : গুজরাটে শত্রুঞ্জি নদীতে প্রবল হড়পা বানে প্রচুর মানুষ সহ পশুরা ভেসে যায়। ৪০ জন মানুষ, ১৬৭০ টি নীলগাই, ৮৭টি চিতলহরিণ, ১০টি সিংহ সহ অনেক পশু মারা যায়।

▸ **২ জুলাই** : ব্রিটেনের শিল্ডলার্স খ্যাত নাৎসিবন্দী শিবিরে ৬৬৯ জন শিশুর প্রাণরক্ষা কর্তা নিকোলাস উইনটন (১০৬ বছর) প্রয়াত হন।

▸ **৪ জুলাই** : জয়ললিতা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পুনরায় শপথ নেন।

▸ **১০ জুলাই** : হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা ওমর শরিফ (৮৩ বছর) কায়রোর হাসপাতালে প্রয়াত হন।

▸ **১১ জুলাই** : মহিলাদের ডাবলসে জীবনের প্রথম উইম্বলডন খেতাব জেতেন মার্টিনা হিঙ্গিস এবং সানিয়া মির্জা জুটি।

▸ **১২ জুলাই** : গুয়াতেমালার আলোতে নানগোর এক কাছে ফুয়েগো আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে।

▸ **১৪ জুলাই** : অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রিতে ধর্মীয় অনুষ্টানের অঙ্গ হিসাবে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে ২৭ জনের মৃত্যু ঘটে, শতাধিক আহত হন।

▸ **২০ জুলাই** : দীর্ঘ ৫৪ বছর পর আমেরিকা ও কিউবায় একসঙ্গে দূতাবাস চালু হয়।

▸ **২২ জুলাই** : বিক্স জোটের দেশগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে চীনের সাংহাইয়ে চালু হয় দ্য নিউ ডিভলেপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এ ডি বি)। বিনিয়োগ ১০ হাজার কোটি ডলার।

▸ **২৫ জুলাই** : মিশর সরকার সুয়েজ খালের বিকল্প পথের সূচনা করে। এটি লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে। সময় ২২ ঘন্টার বদলে ১১ ঘন্টা লাগবে।

▸ **২৬ জুলাই** : ক্যামেরুনে আত্মঘাতী (১২ বছরের কিশোর) হামলায় ২০ জনের মৃত্যু এবং ৮০ জন জখম হয়।

▸ **২৭ জুলাই** : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞানী ড. এ.পি. জে. আব্দুল কালাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শিলং এ প্রয়াত হন।

▸ **২৮ জুলাই** : ভারত এইচ.আই.ভি ভাইরাস গবেষক ড. সুনীতি সোলোমন প্রয়াত হন। জন্ম ১৯৩৯।

▸ **২৯ জুলাই** : জনপ্রিয় ধ্রুপদী শিল্পী বসুন্ধরা কোসকালি পয়াত হন।

▸ **৩১ জুলাই** : দীর্ঘ ৬৮ বছর পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ১৬২টি ছিটমহলের ৫১ হাজার মানুষ মধ্যরাতে স্বাধীনতা লাভ করে।

▸ **১ আগস্ট** : প্রখ্যাত ব্রিটিশ গায়িকা সিল্লা ব্ল্যাক প্রয়াত হন। জন্ম ২৭-০৫-১৯৪৩।

▸ **২ আগস্ট** : রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৩টি দেশ নতুনভাবে স্থায়ী উন্নয়নের ডাক দেয় এবং স্থায়ী কর্মসূচি ঘোষণা করে।

▸ **৪ আগস্ট** : মধ্যপ্রদেশের খিরকিয়া এবং ভিরাঙ্গি স্টেশনের মাঝে মেচাক নদীর সেতু থেকে কামায়নী এক্সপ্রেস এবং জনতা এক্সপ্রেস প্রায় একই সময় নদীতে উল্টে যায়। ২৯ জনের মৃত্যু এবং শতাধিক নিখোঁজ হন।

▸ **৫ আগস্ট** : প্রখ্যাত হলিউড অভিনেতা জর্জ কোলে প্রয়াত হন। জন্ম ২২-৪-১৯২৫।

▸ **৭ আগস্ট** : এ বছর থেকে ভারতের এই দিনটি জাতীয় হস্ত তাঁত দিবস হিসাবে পালন শুরু হয়।

▸ **৮ আগস্ট** : চীন উপকূলে টাইফুল ঘূর্ণিঝড় 'সৌডেলর' ২৩০ কিমি গতিবেগে আছড়ে পড়লে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

▸ **৯ আগস্ট** : চীনা সংস্থা জিয়াওমি স্মার্টফোন ভারতের বাজারে আসে।

▸ **১০ আগস্ট** : আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালায় ২০৯ কিমি গভীরে ভূমিকম্প (রে. স্কেল ৬.২) হয়।

▸ **১১ আগস্ট** : প্রখ্যাত সাঁতুরু পৌলোমী কুণ্ঠু ১৩ ঘন্টায় ইংলিশ চ্যানেল পার হন। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে।

▸ **১৩ আগস্ট** : হিরো সাইকেল লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ওমপ্রকাশ মঞ্জুল প্রয়াত হন।

▸ **১৬ আগস্ট** : ইন্দোনেশিয়ার যাত্রীবাহী বিমান ঘন অরণ্যে ভেঙে পড়লে ৪৯ জন মারা যান।

▸ **১৭ আগস্ট** : পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্টের ২৩ তম প্রধান বিচারপতি হন জাওয়াদ এস খাওয়াজা।

▸ **১৮ আগস্ট** : ভারতের রাষ্টপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন।

▸ **২১ আগস্ট** : কলকাতা বন্দর 'মেজর পোর্ট অব দ্য ইয়ার' শিরোপা পায়।

▸ **২৪ আগস্ট** : আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন শ্রীলঙ্কার প্রখ্যাত ক্রিকেটার কুমার সঙ্গকারা। তিনি ১৩৪টি টেসেটে ১২,৪০০ রান করেন।

▸ **২৫ আগস্ট** : ভারত সরকার ভারত-বাংলাদেশ রেল সংযোগের জন্য ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।

▸ **২৬ আগস্ট** : ভারতের যোগাযোগ উপগ্রহ জিস্যাট-৬ -এর সফল উৎক্ষেপন হয়। ওজন ৪১৬ টন।

▸ **২৮ আগস্ট** : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শিপে মহিলাদের ২০ কিম হাঁটা প্রতিযোগিতায় সোনা জেতেন চীনের লিউ হং। সময় নেন ১.২৭ ঘন্টা।

▸ **২৯ আগস্ট** : দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান 'রাজীব খেলরত্ন' পুরস্কার পান সানিয়া মির্জা।

▸ **৩০ আগস্ট** : জনপ্রিয় লেখক ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ অলিভাব উলফ স্যাক্স নিউইয়র্কে প্রয়াত হন।

▸ **৩১ আগস্ট** : উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট ম্যাককিনলের নাম পরিবর্তন করে 'ডেনালি' রাখেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বরাক ওবামা।

চলবে ...

ধানের মরাই ও দুটি খরের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৫ ডিসেম্বর : মেমারি থানার বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শশিনাড়া নলপুকুর পাড়ায় ২৫ ডিসেম্বর গভীর রাতে সেখ একরামের দুটি ঘর ও একটি ১০০ বস্তা ধানের মরাইয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। সেখ একরাম জানান, এখন ধানের দাম নেই সেই কারণে ১০০ বস্তা ধান মরাইয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, ধানের দাম বাড়লে তখন বিক্রি করবো এই আশায়। সব আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নল পাড়ায় রাতের অন্ধকারে একের পর এক চাষির ধানের পালুই, মরাই, মাঠে ধানের গাদা, ঘর ইত্যাদিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। চাষিরা পালা করে রাতে পাহাড়া দিয়েও দুষ্কৃতীদের ধরতে পারছে না। এই আগুন লাগানোর ঘটনা শুধু শশিনাড়া নলপাড়াতেই এক মাস ধরে চলছে। চাষিরা আতঙ্কে রাতে ঘুমোতে পারছেন না। মেমারি বিডিও অফিস ও মেমারি থানায় জানানো হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। প্রশাসন নীরব। নলপাড়ার বেশ কিছু কৃষক এদিন মেমারি থানায় অভিযোগ, জানাতে আসেন। তাঁরা দুষ্কৃতীদের দ্রুততার সাথে ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। মোট আট নয় জনের খর পালুই, ধানের মরাই ধানের গাদা পোরানো হয়েছে। উপপ্রধান মেমারি থানায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এরপরেও দুষ্কৃতীদের ধরতে না পারলে চাষিরা জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছেও আবেদন জানাবেন।

চিত্র মন্দিরের ৪০ বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বর : শিশু-কিশোরের ছবি আঁকার আনন্দমেলায় রূপ সাগরের নানা রঙের খেলা। রঙতুলিতে বাঁধন ছেঁড়ার সাধন করে চলেছে প্রতিষ্ঠানের আচার্য সমর মুখোপাধ্যায়। প্রয়াত চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই বর্ধমান নার্সিং হোমের নিচে ছবি আঁকার স্কুল 'চিত্রমন্দির' ৪০ বছরে পদার্পণ করলো। এবারেও চিত্রমন্দিরের ছবি মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ দুলুই। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমীর ঘোষ। প্রায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবি প্রদর্শনী হয়। আজ বহু দিনের এই চিত্র মন্দির বাস্তুহারা হতে চলেছে। তবে পুনর্বাসন হবে শীঘ্রই।

বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত আকর দলিল

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'

প্রকাশিত হয়েছে (দ্বিতীয় সংস্করণ)

পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

মূল্য : শোভন সংস্করণ ৩০০/-

বোর্ড বাঁধাই : ৩৫০/-

তথ্য কথা বলে

পৃথিবীতে অসাম্য জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে

বর্তমান প্রকাশিত অক্সফাম রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, ২০১৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর অর্ধেকের ওপর সম্পদের অধিকারী হবে পৃথিবীর জনসংখ্যার ধনীদের ১ শতাংশ।

—ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভলিউম ৪৫, ৫ ডিসেম্বর, ২০১৫, পৃ : ৪২।

পৃথিবীর ৮৫ জন ধনীতম ব্যক্তির হাতে রয়েছে পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ দারিদ্রতম জনগণের সম্পদ।

এর কিছুদিন পর ফবিজ ম্যাগাজিন জানায় এই সংখ্যা ৬৭। কয়েকদিনের মধ্যেই সংশোধন করে জানায় এই সংখ্যা ৬৬। ২০১৪ সালে এই দ্রুতগতিতে বেড়ে যায় পৃথিবীর কোটিপতিদের সম্পদ।

আমেরিকায় নিম্নতম শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের সম্পদ রয়েছে ০.১ শতাংশ উচ্চতম ধনী মানুষের হাতে।

—অক্সফাম রিপোর্ট, ডি গার্ডিয়ান, ডব্লু, ডব্লু, ডব্লু, দি গার্ডিয়ান।

গলসিতে কৃষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ২৩ ডিসেম্বর : সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান কেনার ব্যবস্থা, আসন্ন বোরো চাষে সেচের জল সরবরাহ ও ১০০ দিনের কাজের দাবিতে আজ গলসি, কুরকুবা, মসজিদপুর, আদরাহাটী, সাঁকো, খানো প্রভৃতি গ্রামের কয়েকশত কৃষক সারা ভারত কৃষকসভার নেতৃত্বে এলাকা পরিক্রমা করে গলসি-২নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেন। মিছিলের শেষে বি ডি ও অফিসের সামনে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন কৃষকনেতা সাইদুল হক, কমল সরকার, শিশির কেশ প্রমুখ। তাঁরা এই অবস্থার জন্য মিল মালিকদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অশুভ আঁতাতের অভিযোগ করেন এবং বোরো চাষের জন্য জল না রেখে অসময়ে জল ছাড়ার তীব্র সমালোচনা করেন।

আইনজীবী সংঘের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটির দ্বাদশ বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ভবদীশ ভবনে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে সম্মেলন স্থলের নাম সাদেক আলি নগর ও সুধাংশু বিশ্বাস মঞ্চ নামাঙ্কিত করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও সংগঠনের রাজ্য সভাপতি নিশীথ অধিকারী। বক্তব্য রাখেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক অশোক বক্সী ও সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সমরলাল হাজরা এবং জেলা সম্পাদক সিদ্ধার্থ রায় প্রমুখ। সম্মেলন থেকে তাপস ব্যানার্জীকে সভাপতি, বিষ্ণুপ্রসাদ শীলকে সম্পাদক ও মহম্মদ ইরফান আলি কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

প্রয়াত সাংবাদিক অলোক মোদক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর অবশেষে বিশিষ্ট সাংবাদিক অলোক মোদক ৫২ বছর বয়সে মারা যান। বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 'মুক্তবাংলা' পত্রিকায় দীর্ঘদিন তিনি সাংবাদিকতা করেন। তিনি বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন। কিডনি সংক্রান্ত জটিল রোগের কারণে বেশ কয়েক মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র বর্তমান। ভালো সংগঠক ও সদালাপী মানুষটির মৃত্যুতে বর্ধমানের সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সকলেই খবর পেয়ে তাঁর বাসভাবনে যান। শুধু সাংবাদিকরাই নয়, অগণিত গুণমুগ্ধ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। অলোক মোদক জীবিতকালে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সমস্ত কর্মকর্তারাও এদিন তাঁর বাসভবনে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। এদিন মরদেহ মুক্তবাংলা পত্রিকা অফিস হয়ে বর্ধমানে গঙ্গা কিশোর প্রেস কর্ণারে নিয়ে যাওয়া হলে বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ, প্রেস ক্লাবেরসভাপতি প্রবীর চ্যাটার্জী, প্রবীণ সাংবাদিক সুখেন্দু বিকাশ নন্দী, তারক রায়, জহুর আলম, আব্দুস সবুর, জগন্নাথ ভৌমিক, পার্থ চৌধুরী, নিরুপম চৌধুরী প্রমুখ সাংবাদিকরা মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়াও সরকারি কর্মী ও আইনজীবী সহ অনেকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এদিন নির্মল ঝিল শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সমাজের সাথী পত্রিকার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ ডিসেম্বর : 'সমাজের সাথী' পত্রিকার ষোড়শতম বর্ষ পদার্পণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান টাউন হলে। অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তানন্দজি মহারাজ। সমাজের সাথী পত্রিকার পক্ষ থেকে এদিন ১৫ জন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে এক হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। একশো জনকে এক লক্ষ টাকা করে দুর্ঘটনা বিমা দেওয়া হয়। এছাড়া সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কাটোয়ার দীপ্তি ব্যানার্জী, বর্ধমানের পঞ্চানন মুখার্জী, দুর্গাপুরের সুশান্ত ব্যানার্জী। সাহিত্যিক নীলা কর ও তাপস কুমার সেনগুপ্তকে সম্মানিত করা হয়। পশুপ্রেমী তৃপ্তি চক্রবর্তীকে দু'হাজার টাকা দেওয়ায় হয়। সমাজের সাথী পত্রিকার সম্পাদক দুরন্ত কুমার নাগ সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি হৃদয় গুপ্ত, পিতা লক্ষ্মী নারায়ণ গুপ্ত, স্থায়ী ঠিকানা - গ্রাম ও পোঃ - ত্রিশালুন, থানা - ইন্দাস, জেলা- বাঁকুড়া-৭২২২০১। বর্তমান ঠিকানা - শ্রীমতী সুবর্ণা বালা ধর, প্রযত্নে অমল রতন ধর, ৪নং ইছলাবাদ, হাইস্কুলের সন্নিকট, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ADARSHA GUPTA, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত ABHIRUP GUPTA নথিভুক্ত হয়েছে। ADARSHA GUPTA এবং ABHIRUP GUPTA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি চঞ্চল নায়েক, পিতা - মনোজ নায়েক, গ্রাম ও পোঃ - মেড়াল, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম Renuka Nayek, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Aishi Nayek নথিভুক্ত হয়েছে। Renuka Nayek এবং Aishi Nayek এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সুজিত নন্দী, পিতা - নিরঞ্জন নন্দী, গ্রাম - জগন্নাথ, পোঃ - শান্তিপুর, থানা - চন্দ্রকোনা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ANINDYA NANDI, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত ANINDA NANDI নথিভুক্ত হয়েছে। ANINDYA NANDI এবং ANINDA NANDI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর; ২। ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর, ফাঁসি ২৩-৩-১৯৩১; ৩। ১৮২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর, বর্ধমান জেলার সোনাপলাশি গ্রামে, মৃত্যু ২৮-১০-১৮৯৪; ৪। সান ফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসবে, ১৯৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর; ৫। ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর (৭ পৌষ), ব্রহ্মবান্ধব উপত্যাকায়; ৬। ১৯১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর (৮ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ; ৭। ১৮৪৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর, বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের তোড়কনায়, মৃত্যু ২৮-২-১৯২১; ৮। ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর; ৯। ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৯০ সালে ক্ষেত্রীরাজ অজিত সিং-এর অনুরোধে; ১০। ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর, রমনীমোহন সরকার; ১১। ১৯৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর, মৃত্যু ১৮-১০-১৮৭১; ১২। ১৯৭৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর, ৩৭২ জন।

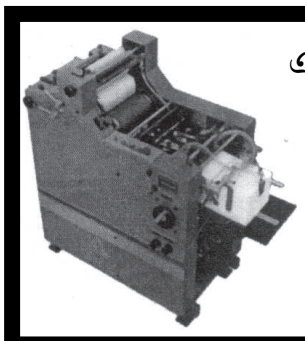

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

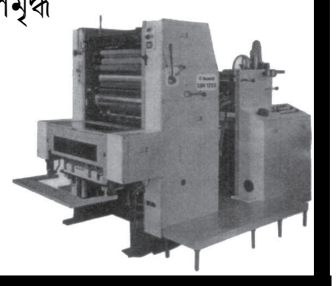

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা